দশম অধ্যায়

যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের যুদ্ধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ
প্রজাপতের্দুহিতরং শিশুমারস্য বৈ ধ্রুবঃ ।
উপয়েমে ভ্রমিং নাম তৎসুতৌ কল্পবৎসরৌ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **দুহিতরম্**—কন্যা; **শিশুমারস্য**—শিশুমারের; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **উপয়েমে**—বিবাহ করেছিলেন; **ভ্রমিম্**—ভ্রমি; **নাম**—নামক; **তৎ-সুতৌ**—তাঁর পুত্রগণ; **কল্প**—কল্প; **বৎসরৌ**—বৎসর।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! তার পর ধ্রুব মহারাজ প্রজাপতি শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কল্প এবং বৎসর নামক দুই পুত্র হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং আত্ম-উপলব্ধির জন্য তাঁর পিতার গৃহত্যাগ করে বনে প্রস্থান করার পর বিবাহ করেছিলেন। এই সূত্রে লক্ষ্যণীয় যে, মহারাজ উত্তানপাদ তাঁর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার কর্তব্য, তা সত্ত্বেও কেন তিনি গৃহত্যাগ করার পূর্বে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেননি? তার উত্তর হচ্ছে যে, মহারাজ উত্তানপাদ ছিলেন একজন রাজর্ষি। যদিও তিনি তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর আত্ম-উপলব্ধির বিষয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করা মাত্রই তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেমন তাঁর পুত্র মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই আত্ম-উপলব্ধির জন্য নির্ভয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

এই প্রকার বিরল দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের গুরুত্ব অন্য সমস্ত জরুরী কাজের থেকে ঊর্ধ্বে। মহারাজ উত্তানপাদ ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর পুত্র ধ্রুব মহারাজের বিবাহ দেওয়া আত্ম-উপলব্ধির জন্য বনে যাওয়ার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

শ্লোক ২

ইলায়ামপি ভার্যায়াং বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ।
পুত্রমুৎকলনামানং যোষিদ্রত্নমজীজনৎ ॥ ২ ॥

ইলায়াম্—ইলা নামক তাঁর পত্নীকে; **অপি**—ও; **ভার্যায়াম্**—পত্নীকে; **বায়োঃ**—বায়ুদেবতার; **পুত্র্যাম্**—কন্যাকে; **মহা-বলঃ**—অত্যন্ত বলবান ধ্রুব মহারাজ; **পুত্রম্**—পুত্র; **উৎকল**—উৎকল; **নামানম্**—নামক; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **রত্নম্**—রত্ন; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

অত্যন্ত শক্তিশালী ধ্রুব মহারাজের ইলা নামক অন্য আর একজন পত্নী ছিল, যিনি ছিলেন বায়ুদেবতার কন্যা। তাঁর গর্ভে তিনি উৎকল নামক একটি পুত্র এবং এক অতি সুন্দরী কন্যারত্ন উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

উত্তমস্ত্বকৃতোদ্বাহো মৃগয়ায়াং বলীয়সা।
হতঃ পুণ্যজনেনাদ্রৌ তন্মাতাস্য গতিং গতা ॥ ৩ ॥

উত্তমঃ—উত্তম; **তু**—কিন্তু; **অকৃত**—বিনা; **উদ্বাহঃ**—বিবাহ; **মৃগয়ায়াম্**—মৃগয়ায়; **বলীয়সা**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **হতঃ**—নিহত হয়েছিলেন; **পুণ্য-জনেন**—এক যক্ষের দ্বারা; **আদ্রৌ**—হিমালয় পর্বতে; **তৎ**—তাঁর; **মাতা**—মাতা (সুরুচি); **অস্য**—তাঁর পুত্রের; **গতিম্**—পথ; **গতা**—অনুসরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, এক সময় মৃগয়ায় গিয়ে, হিমালয় পর্বতে এক অতি বলবান যক্ষের দ্বারা নিহত হন। তাঁর মাতা সুরুচিও তাঁর পুত্রের পথ অনুসরণ করেছিলেন (মৃত্যুবরণ করেছিলেন)।

শ্লোক ৪

ধ্রুবো ভ্রাতৃবধং শ্রুত্বা কোপামর্ষশুচার্পিতঃ ।
জৈত্রং স্যন্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনালয়ম্ ॥ ৪ ॥

ধ্রুবঃ—ধ্রুব মহারাজ; **ভ্রাতৃ-বধম্**—তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর বার্তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কোপ**—ক্রোধ; **অমর্ষ**—প্রতিশোধ; **শুচা**—বিলাপ; **অর্পিতঃ**—পূর্ণ হয়ে; **জৈত্রম্**—বিজয়ী; **স্যন্দনম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **পুণ্য-জন-আলয়ম্**—যক্ষপুরীতে।

অনুবাদ

হিমালয় পর্বতে যক্ষের হাতে তাঁর ভ্রাতা উত্তমের মৃত্যু হয়েছে, সেই সংবাদ পেয়ে ধ্রুব মহারাজ শোক এবং ক্রোধে অভিভূত হয়ে, তাঁর রথে চড়ে যক্ষপুরী বা অলকাপুরী বিজয় করতে বহির্গত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের ক্রুদ্ধ হওয়া, শোকে অভিভূত হওয়া এবং শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর মতো মহাভাগবতের পক্ষে অসংগত ছিল না। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা যে, ভক্তদের ক্রোধ, ঈর্ষা অথবা শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নয়। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন রাজা, এবং তাই অন্যায়ভাবে যখন তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করা হয়, তখন হিমালয়ের সেই যক্ষদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল।

শ্লোক ৫

গত্বোদীচীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্ ।
দদর্শ হিমবদ্‌দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসংকুলাম্ ॥ ৫ ॥

গত্বা—গিয়ে; **উদীচীম্**—উত্তর; **দিশম্**—দিক; **রাজা**—ধ্রুব মহারাজ; **রুদ্র-অনুচর**—রুদ্র অর্থাৎ শিবের অনুচরদের দ্বারা; **সেবিতাম্**—অধ্যুষিত; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **হিমবৎ**—হিমালয়ের; **দ্রোণ্যাম্**—উপত্যকায়; **পুরীম্**—একটি নগরী; **গুহ্যক**—যক্ষ; **সংকুলাম্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ উত্তরাভিমুখে হিমালয় পর্বতে গমন করেছিলেন। সেখানে একটি উপত্যকায় রুদ্রের অনুচরগণ অধ্যুষিত একটি নগরী তিনি দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যক্ষরা হচ্ছে শিবের এক ধরনের ভক্ত। এই ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, যক্ষরা হয়তো তিব্বতীয়দের মতো হিমালয় পর্বতের কোন উপজাতি।

শ্লোক ৬

দধ্মৌ শঙ্খং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চানুনাদয়ন্ ।
যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষত্তরুপদেব্যোঽত্রসন্ভৃশম্ ॥ ৬ ॥

দধ্মৌ—ফুৎকার দিয়েছিলেন; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **বৃহৎ-বাহুঃ**—শক্তিশালী বাহুসমন্বিত; **খম্**—আকাশ; **দিশঃ চ**—এবং সমস্ত দিক; **অনুনাদয়ন্**—প্রতিধ্বনিত করেছিলেন; **যেন**—যার দ্বারা; **উদ্বিগ্ন-দৃশঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়েছিল; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **উপদেব্যঃ**—যক্ষপত্নীগণ; **অত্রসন্**—ভয়ভীত হয়েছিল; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! অলকাপুরীতে পৌঁছানো মাত্রই, ধ্রুব মহারাজ তাঁর শঙ্খে ফুৎকার দিয়েছিলেন, এবং সেই শঙ্খধ্বনি সমগ্র আকাশ জুড়ে এবং সমস্ত দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তা শুনে যক্ষ-রমণীগণ অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল। তাদের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৭

ততো নিষ্ক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ ।
অসহন্তস্তন্নিনাদমভিপেতুরুদায়ুধাঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর; **নিষ্ক্রম্য**—বাহিরে এসে; **বলিনঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **উপদেব**—কুবেরের; **মহা-ভটাঃ**—মহান যোদ্ধারা; **অসহন্তঃ**—সহ্য করতে অক্ষম; **তৎ**—সেই শঙ্খের; **নিনাদম্**—ধ্বনি; **অভিপেতুঃ**—আক্রমণ করেছিল; **উদায়ুধাঃ**—বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

অনুবাদ

হে মহাবীর বিদুর! ধ্রুব মহারাজের শঙ্খধ্বনি সহ্য করতে না পেরে, মহাবলী যক্ষবীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য নগরী থেকে বেরিয়ে এল।

শ্লোক ৮

স তানাপততো বীর উগ্রধন্বা মহারথঃ।
এৈকৈকং যুগপৎসর্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজ; **তান্**—তাদের সকলকে; **আপততঃ**—তাঁর উপর পতিত হতে; **বীরঃ**—বীর; **উগ্র-ধন্বা**—শক্তিশালী ধনুর্ধর; **মহা-রথঃ**—বহু রথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম; **এক-একম্**—একে-একে; **যুগপৎ**—একত্রে; **সর্বান্**—তাদের সকলকে; **অহন্**—হত্যা করেছিলেন; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ**—তিন-তিনটি।

অনুবাদ

মহা ধনুর্ধারী ও মহারথী ধ্রুব মহারাজ সেই যক্ষ-সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখে, একসঙ্গে তিন-তিনটি করে বাণ নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯

তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষুভিঃ সর্ব এব হি।
মত্বা নিরস্তমাত্মানমাশংসন্ কর্ম তস্য তৎ ॥ ৯ ॥

তে—তারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ললাট-লগ্নৈঃ**—ললাট সংলগ্ন; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **ইষুভিঃ**—বাণসমূহ; **সর্বে**—তারা সকলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **মত্বা**—মনে করে; **নিরস্তম্**—পরাজিত; **আত্মানম্**—তারা নিজেরা; **আশংসন্**—প্রশংসা করেছিল; **কর্ম**—কার্য; **তস্য**—তাঁর; **তৎ**—সেই।

অনুবাদ

যক্ষবীরেরা যখন দেখল যে, ধ্রুব মহারাজের দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন হতে চলেছে, তখন তারা সহজেই তাদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বীর হিসাবে, তারা ধ্রুব মহারাজের কার্যের প্রশংসা করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে বীরসুলভ মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যক্ষেরা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন তাদের শত্রু, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধ্রুব মহারাজের আশ্চর্যজনক বীরত্ব দর্শন করে, তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। শত্রুর বীরত্বের এই প্রকার প্রশংসা ক্ষত্রিয়ের বিশেষ লক্ষণ।

শ্লোক ১০

তেঽপি চামুমমৃষ্যন্তঃ পাদস্পর্শমিবোরগাঃ ।
শরৈরবিধ্যন্ যুগপদ্ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ ॥ ১০ ॥

তে—যক্ষেরা; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অমুম্**—ধ্রুবের প্রতি; **অমৃষ্যন্তঃ**—সহ্য করতে অক্ষম হয়ে; **পাদ-স্পর্শম্**—পদদলিত; **ইব**—সদৃশ; **উরগাঃ**—সর্প; **শরৈঃ**—বাণের; **অবিধ্যন্**—আঘাত করেছিল; **যুগপৎ**—একসঙ্গে; **দ্বি-গুণম্**—দ্বিগুণ; **প্রচিকীর্ষবঃ**—প্রতিকারের চেষ্টায়।

অনুবাদ

সর্প যেমন পদস্পর্শ সহনে অসমর্থ, সেই যক্ষরাও তেমন ধ্রুব মহারাজের আশ্চর্যজনক বীরত্ব সহ্য করতে না পেরে, তাদের ধনুক থেকে একসঙ্গে ছয়টি করে বাণ তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল, এবং এইভাবে তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল।

শ্লোক ১১-১২

ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি ॥ ১১ ॥
অভ্যবর্ষন্ প্রকুপিতাঃ সরথং সহসারথিম্ ।
ইচ্ছন্তস্তৎপ্রতীকর্তুমযুতানাং ত্রয়োদশ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তার পর; **পরিঘ**—লোহার মুগুর; **নিস্ত্রিংশৈঃ**—তরবারি; **প্রাস-শূল**—ত্রিশূল; **পরশ্বধৈঃ**—বর্শা; **শক্তি**—শক্তি অস্ত্র; **ঋষ্টিভিঃ**—বল্লম; **ভুশুণ্ডীভিঃ**—ভুশুণ্ডী অস্ত্র; **চিত্র-বাজৈঃ**—বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **অপি**—ও; **অভ্যবর্ষন্**—তারা ধ্রুবের উপর বর্ষণ করেছিল; **প্রকুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **স-রথম্**—তার রথ সহ;

সহ-সারথিম্—সারথি সহ; **ইচ্ছন্তঃ**—বাসনা করে; **তৎ**—ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ; **প্রতীকর্তুম্**—প্রতিকারের জন্য; **অযুতানাম্**—দশ হাজার; **ত্রয়োদশ**—তের।

অনুবাদ

যক্ষ সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার, এবং তারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অদ্ভুতকর্মা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করতে ইচ্ছা করেছিল। তাদের সমস্ত শক্তি সহকারে তারা রথ এবং সারথি সহ ধ্রুব মহারাজের উপর পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাশশূল, পরশ্বধ, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুণ্ডী এবং বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল।

শ্লোক ১৩

ঔত্তানপাদিঃ স তদা শস্ত্রবর্ষেণ ভূরিণা ।
ন এবাদৃশ্যতাচ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ ॥ ১৩ ॥

ঔত্তানপাদিঃ—ধ্রুব মহারাজ; **সঃ**—তিনি; **তদা**—তখন; **শস্ত্র-বর্ষেণ**—অস্ত্র বর্ষণের দ্বারা; **ভূরিণা**—নিরন্তর; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অদৃশ্যত**—দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; **আচ্ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **আসারেণ**—নিরন্তর বর্ষণের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **গিরিঃ**—পর্বত।

অনুবাদ

নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণের ফলে ধ্রুব মহারাজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন নিরন্তর বর্ষণের ফলে পর্বত সমাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অগোচর হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ যদিও শত্রুপক্ষের নিরন্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরাভূত হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে বারি বর্ষণে আচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গের দৃষ্টান্তটি উপযুক্ত, কারণ পর্বত যখন বারি বর্ষণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তখন সেই পর্বতগাত্র থেকে সমস্ত ময়লা ধুয়ে যায়। তেমনই, শত্রুপক্ষের নিরন্তর অস্ত্র-বর্ষণের ফলে, ধ্রুব মহারাজ তাদের পরাস্ত করার নবীন উদ্যম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর মধ্যে যে কিছু অপূর্ণতা ছিল, তা সবই যেন বিধৌত হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ১৪

হাহাকারস্তদৈবাসীৎসিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাম্ ।
হতোঽয়ং মানবঃ সূর্যো মগ্নঃ পুণ্যজনার্ণবে ॥ ১৪ ॥

হাহা-কারঃ—হাহাকার; **তদা**—তখন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আসীৎ**—প্রকট হয়েছিল; **সিদ্ধানাম্**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীদের; **দিবি**—আকাশে; **পশ্যতাম্**—যারা সেই যুদ্ধ দেখছিল; **হতঃ**—নিহত; **অয়ম**—এই; **মানবঃ**—মনুর পৌত্র; **সূর্যঃ**—সূর্য; **মগ্নঃ**—অস্ত গেছে; **পুণ্য-জন**—যক্ষদের; **অর্ণবে**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

উচ্চতর লোকের সমস্ত সিদ্ধরা আকাশ থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে ধ্রুব মহারাজ শত্রুপক্ষের বাণ-বর্ষণে আচ্ছাদিত হয়ে গেছেন, তখন তাঁরা হাহাকার করে উঠেছিলেন, "হায়! মনুর পৌত্র ধ্রুব সূর্যবৎ এখন যক্ষদের সমুদ্রে অস্তমিত হল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মানব* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত *মানব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মানুষ। এখানে ধ্রুব মহারাজকেও মানব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ধ্রুব মহারাজই কেবল মনুর বংশধর ছিলেন না, সমগ্র মানব-সমাজ হচ্ছে মনুর বংশধর। বৈদিক শাস্ত্রের মতে মনু হচ্ছেন আইন-প্রদাতা। আজও ভারতবর্ষে হিন্দুরা মনু প্রদত্ত আইন অনুসরণ করেন। তাই, মানব-সমাজের সকলেই হচ্ছে মানব বা মনুর বংশধর। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট মানব, কারণ তিনি হচ্ছেন একজন মহান ভক্ত।

সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা, যাঁরা বিমান ব্যতীতই গগনমার্গে বিচরণ করতে পারেন, তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্রুব মহারাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কেবল ভক্তরাই পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত নন, সমস্ত দেবতা, এমন কি সাধারণ মানুষেরা পর্যন্ত তাদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। এখানে যে ধ্রুব মহারাজরূপী সূর্যের যক্ষ-সমুদ্রে অস্তমিত হওয়ার তুলনাটি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্য যখন দিগন্তে অস্ত যায়, তখন মনে হয় যেন সূর্য সমুদ্রে ডুবে গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। তেমনই, যদিও মনে হয়েছিল যে, ধ্রুব মহারাজ যক্ষ-সমুদ্রে ডুবে গেছেন, তবুও তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। সূর্য যেমন রাত্রির অবসানে, যথা সময়ে পুনরায় উদিত হয়, তেমনই ধ্রুব মহারাজকে বিপদগ্রস্ত বলে মনে হলেও (কারণ, যুদ্ধে প্রতিকূলতা থাকবেই), তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

নদৎসু যাতুধানেষু জয়কাশিষ্বথো মৃধে ।
উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

নদৎসু—যখন চিৎকার করছিল; **যাতুধানেষু**—প্রেতরূপ যক্ষ; **জয়কাশিষু**—বিজয় ঘোষণা করে; **অথো**—তখন; **মৃধে**—যুদ্ধে; **উদতিষ্ঠৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **রথঃ**—রথ; **তস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **নীহারাৎ**—কুজ্ঝটিকা থেকে; **ইব**—মতো; **ভাস্করঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

যক্ষেরা সাময়িকভাবে জয় লাভ করে উল্লসিত হয়ে চিৎকার করছিল যে, তারা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু তখন হঠাৎ ধ্রুব মহারাজের রথ আবির্ভূত হল, ঠিক যেমন কুজ্ঝটিকা ভেদ করে সহসা সূর্যের প্রকাশ হয়।

তাৎপর্য

এখানে ধ্রুব মহারাজকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং যক্ষদের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যের তুলনায় কুজ্ঝটিকা নিতান্তই নগণ্য। সূর্য যদিও কখনও কখনও কুজ্ঝটিকার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যকে কেউই আচ্ছাদিত করতে পারে না। আমাদের চক্ষু মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে, কিন্তু সূর্য কখনও আচ্ছাদিত হয় না। এই উপমার দ্বারা সর্ব অবস্থায় ধ্রুব মহারাজের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৬

ধনুর্বিস্ফূর্জয়ন্দিব্যং দ্বিষতাং খেদমুদ্বহন্ ।
অস্ত্রৌঘং ব্যধমদ্বাণৈর্ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ১৬ ॥

ধনুঃ—তাঁর ধনুক; **বিস্ফূর্জয়ন্**—টঙ্কার দিয়ে; **দিব্যম্**—আশ্চর্যজনক; **দ্বিষতাম্**—শত্রুদের; **খেদম্**—বিষাদ; **উদ্বহন্**—সৃষ্টি করে; **অস্ত্র-ওঘম্**—বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র; **ব্যধমৎ**—তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন; **বাণৈঃ**—তাঁর বাণের দ্বারা; **ঘন**—মেঘের; **অনীকম্**—রাশি; **ইব**—মতো; **অনিলঃ**—বায়ু।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের ধনুকের টঙ্কার এবং বাণের ফুৎকার শত্রুদের হৃদয়ে বিষাদ উৎপন্ন করেছিল। তিনি নিরন্তর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং তার ফলে শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ হল, ঠিক যেমন প্রবল বায়ু আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করে।

শ্লোক ১৭

তস্য তে চাপনির্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্মাণি রক্ষসাম্ ।
কায়ানাবিবিশুস্তিগ্মা গিরীনশনয়ো যথা ॥ ১৭ ॥

তস্য—ধ্রুবের; **তে**—সেই সমস্ত বাণ; **চাপ**—ধনুক থেকে; **নির্মুক্তাঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **ভিত্ত্বা**—ভেদ করেছিলেন; **বর্মাণি**—বর্ম; **রক্ষসাম্**—রাক্ষসদের; **কায়ান্**—শরীর; **আবিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিল; **তিগ্মাঃ**—তীক্ষ্ণ; **গিরীন্**—পর্বত; **অশনয়ঃ**—বজ্র; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের ধনুক থেকে বিনির্মুক্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণগুলি শত্রুদের বর্ম ভেদ করে তাদের শরীরে প্রবেশ করেছিল, ঠিক যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পর্বতগাত্র বিদারণ করে।

শ্লোক ১৮-১৯

ভল্লৈঃ সংছিদ্যমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ ।
ঊরুভির্হেমতালাভৈর্দোর্ভির্বলয়বল্গুভিঃ ॥ ১৮ ॥
হারকেয়ূরমুকুটৈরুষ্ণীষৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
আস্তৃতাস্তা রণভুবো রেজুর্বীরমনোহরাঃ ॥ ১৯ ॥

ভল্লৈঃ—তাঁর বাণের দ্বারা; **সংছিদ্যমানানাম্**—খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে যে-সমস্ত যক্ষদের; **শিরোভিঃ**—মুণ্ড থেকে; **চারু**—সুন্দর; **কুণ্ডলৈঃ**—কর্ণের কুণ্ডলের দ্বারা; **ঊরুভিঃ**—জঙ্ঘাগুলি; **হেম-তালাভৈঃ**—স্বর্ণময় তালবৃক্ষের মতো; **দোর্ভিঃ**—বাহুসমূহ; **বলয়-বল্গুভিঃ**—সুন্দর কঙ্কনের দ্বারা; **হার**—হার; **কেয়ূর**—রাজুবন্ধ;

মুকুটৈঃ—মুকুট; **উষ্ণীষৈঃ**—উষ্ণীষের দ্বারা; **চ**—ও; **মহা-ধনৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **আস্তৃতাঃ**—আচ্ছাদিত; **তাঃ**—সেইগুলি; **রণ-ভুবঃ**—রণভূমি; **রেজুঃ**—ঝলমল করছিল; **বীর**—বীরদের; **মনঃ-হরাঃ**—মন হরণকারী।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা যাদের মস্তক ছিন্ন হয়েছিল, সেইগুলি কর্ণকুণ্ডল এবং উষ্ণীষের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। সেই শরীরের জঙ্ঘাগুলি ছিল সুবর্ণ বর্ণ তালগাছের মতো সুন্দর, তাদের বাহুগুলি সোনার কঙ্কন এবং কেয়ূরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, এবং তাদের মস্তকে মহা মূল্যবান স্বর্ণমুকুট শোভা পাচ্ছিল। সেই রণভূমিতে এই সমস্ত অলঙ্কার বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে, তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং তা একজন বীরের পক্ষেও মনোহর হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার দিনে যোদ্ধারা স্বর্ণ অলঙ্কার, মুকুট, উষ্ণীষ ইত্যাদির দ্বারা সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে যেতেন, এবং তাঁদের মৃত্যু হলে, এই সমস্ত বস্তু শত্রুপক্ষ পুরস্কার-স্বরূপ গ্রহণ করতেন। বহু স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধভূমিতে মৃত্যু হলে, তা নিশ্চয়ই রণক্ষেত্রে বীরদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক ছিল।

শ্লোক ২০

হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরাদ্
রক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বর্যসায়কৈঃ ।
প্রায়ো বিবৃক্ণাবয়বা বিদুদ্রুবু-
র্মৃগেন্দ্রবিক্রীড়িতযূথপা ইব ॥ ২০ ॥

হত-অবশিষ্টাঃ—যে-সমস্ত সৈন্যদের মৃত্যু হয়নি; **ইতরে**—অন্যেরা; **রণ-অজিরাৎ**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; **রক্ষঃ-গণাঃ**—যক্ষেরা; **ক্ষত্রিয়-বর্য**—সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় যোদ্ধা; **সায়কৈঃ**—বাণের দ্বারা; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **বিবৃক্ণ**—খণ্ড খণ্ড হয়েছিল; **অবয়বাঃ**—তাদের দেহের অঙ্গ; **বিদুদ্রুবুঃ**—পালিয়ে গিয়েছিল; **মৃগেন্দ্র**—সিংহের দ্বারা; **বিক্রীড়িত**—পরাজিত হয়ে; **যূথপাঃ**—হস্তী; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

অন্য যে-সমস্ত যক্ষরা, যারা নিহত হয়নি, তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহান যোদ্ধা ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। তাই তারা তখন পালিয়ে যেতে লাগল, ঠিক যেমন সিংহের দ্বারা পরাস্ত হয়ে হস্তী পলায়ন করে।

শ্লোক ২১

অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং
মহামৃধে কঞ্চন মানবোত্তমঃ ।
পুরীং দিদৃক্ষন্নপি নাবিশদ্ দ্বিষাং ।
ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ ॥ ২১ ॥

অপশ্যমানঃ—যখন দেখছিলেন না; **সঃ**—ধ্রুব; **তদা**—সেই সময়; **আততায়িনম্**—সশস্ত্র শত্রু সৈনিকেরা; **মহা-মৃধে**—সেই মহা যুদ্ধক্ষেত্রে; **কঞ্চন**—কোন; **মানব-উত্তমঃ**—নরশ্রেষ্ঠ; **পুরীম্**—নগরী; **দিদৃক্ষন্**—দর্শন করার ইচ্ছায়; **অপি**—যদিও; **ন আবিশৎ**—প্রবেশ করেননি; **দ্বিষাম্**—শত্রুদের; **ন**—না; **মায়িনাম্**—মায়াবীদের; **বেদ**—জানে; **চিকীর্ষিতম্**—পরিকল্পনা; **জনঃ**—যে-কোন ব্যক্তি।

অনুবাদ

নরশ্রেষ্ঠ ধ্রুব মহারাজ তখন দেখলেন যে, সেই বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে একটিও সশস্ত্র শত্রুসৈন্য দণ্ডায়মান নেই। তখন তিনি অলকাপুরী দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, "মায়াবী যক্ষদের পরিকল্পনা কেউই জানে না।"

শ্লোক ২২

ইতি ব্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং
যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ ।
শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং
নভস্বতো দিক্ষু রজোঽন্বদৃশ্যত ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্রুবন্**—কথা বলে; **চিত্র-রথঃ**—ধ্রুব মহারাজ, যাঁর রথ অত্যন্ত সুন্দর ছিল; **স্ব-সারথিম্**—তাঁর সারথিকে; **যত্তঃ**—সাবধান; **পরেষাম্**—শত্রুদের থেকে;

প্রতিযোগ—পুনরাক্রমণ; **শঙ্কিতঃ**—আশঙ্কা; **শুশ্রাব**—শুনেছিলেন; **শব্দম্**—শব্দ; **জলধেঃ**—সমুদ্র থেকে; **ইব**—যেন; **ঈরিতম্**—প্রতিধ্বনিত; **নভস্বতঃ**—বায়ুহেতু; **দিক্ষু**—সর্বদিক থেকে; **রজঃ**—ধূলি; **অনু**—তার পর; **অদৃশ্যত**—দেখা গিয়েছিল।

অনুবাদ

ইতিমধ্যে ধ্রুব মহারাজ যখন মায়াবী শত্রুদের পুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা করে তাঁর সারথির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁরা এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলেন, যেন সমগ্র সমুদ্র সেখানে এসে পড়েছে, এবং তাঁরা দেখলেন যে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে চতুর্দিকে ধূলিরাশি সমুত্থিত হচ্ছে।

শ্লোক ২৩

ক্ষণেনাচ্ছাদিতং ব্যোম ঘনানীকেন সর্বতঃ ।
বিস্ফুরত্তড়িতা দিক্ষু ত্রাসয়ৎস্তনয়িত্নুনা ॥ ২৩ ॥

ক্ষণেন—ক্ষণিকের মধ্যে; **আচ্ছাদিতম্**—আচ্ছাদিত হয়েছিল; **ব্যোম**—আকাশ; **ঘন**—ঘন মেঘের; **অনীকেন**—রাশি; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **বিস্ফুরৎ**—চমকাতে লাগল; **তড়িতা**—বিদ্যুৎ; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **ত্রাসয়ৎ**—ভয়ের সঞ্চার করে; **স্তনয়িত্নুনা**—গর্জনের দ্বারা।

অনুবাদ

ক্ষণিকের মধ্যে আকাশ ঘন মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্ন হল, প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হতে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

শ্লোক ২৪

ববৃষূ রুধিরৌঘাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রমেদসঃ ।
নিপেতুর্গগনাদস্য কবন্ধান্যগ্রতোঽনঘ ॥ ২৪ ॥

ববৃষূঃ—বর্ষণ হতে লাগল; **রুধির**—রক্ত; **ওঘ**—প্লাবন; **অসৃক্**—শ্লেষ্মা; **পূয়**—পূঁজ; **বিট্**—বিষ্ঠা; **মূত্র**—মূত্র; **মেদসঃ**—মেদ; **নিপেতুঃ**—পড়তে লাগল; **গগনাৎ**—আকাশ থেকে; **অস্য**—ধ্রুবের; **কবন্ধানি**—ধড়; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ বিদুর! তখন রক্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র এবং মেদ বর্ষণ হতে লাগল, এবং গগনমণ্ডল থেকে ধ্রুবের সম্মুখে বহু বহু শিররহিত দেহ পতিত হতে লাগল।

শ্লোক ২৫

ততঃ খেঽদৃশ্যত গিরির্নিপেতুঃ সর্বতোদিশম্ ।
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশমুসলাঃ সাশ্মবর্ষিণঃ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তার পর; **খে**—আকাশে; **অদৃশ্যত**—দেখা গেল; **গিরিঃ**—একটি পর্বত; **নিপেতুঃ**—পতিত হতে লাগল; **সর্বতঃ-দিশম্**—সর্ব দিক থেকে; **গদা**—গদা; **পরিঘ**—লৌহ মুদ্‌গর; **নিস্ত্রিংশ**—তরবারি; **মুসলাঃ**—মুষল; **স-অশ্ম**—বিশাল প্রস্তরখণ্ড; **বর্ষিণঃ**—বৃষ্টি।

অনুবাদ

তার পর, আকাশে একটি বিশাল পর্বত দৃষ্ট হল, এবং তা থেকে চতুর্দিকে প্রস্তর বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষল ইত্যাদি পতিত হতে লাগল।

শ্লোক ২৬

অহয়োঽশনিনিঃশ্বাসা বমন্তোঽগ্নিং রুষাক্ষিভিঃ ।
অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ ॥ ২৬ ॥

অহয়ঃ—সর্প; **অশনি**—বজ্র; **নিঃশ্বাসাঃ**—নিঃশ্বাস; **বমন্তঃ**—উদ্গিরণ করে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **রুষা-অক্ষিভিঃ**—ক্রোধপূর্ণ নেত্রে; **অভ্যধাবন্**—এগিয়ে এল; **গজাঃ**—হস্তী; **মত্তাঃ**—উন্মত্ত; **সিংহ**—সিংহ; **ব্যাঘ্রাঃ**—বাঘ; **চ**—ও; **যূথশঃ**—দলে দলে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ দেখলেন যে, ক্রোধপূর্ণ চক্ষুসমন্বিত বিশালাকার সর্পেরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে তাঁকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে, এবং সেই সঙ্গে উন্মত্ত হস্তী, সিংহ এবং ব্যাঘ্র দলে দলে তাঁর দিকে ছুটে আসছে।

শ্লোক ২৭

সমুদ্র ঊর্মিভির্ভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্বতো ভুবম্ ।
আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্পান্ত ইব ভীষণঃ ॥ ২৭ ॥

সমুদ্রঃ—সাগর; **ঊর্মিভিঃ**—তরঙ্গ-সমন্বিত; **ভীমঃ**—ভয়ানক; **প্লাবয়ন্**—প্লাবিত করছে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **ভুবম্**—পৃথিবী; **আসসাদ**—এগিয়ে এল; **মহা-হ্রাদঃ**—প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে; **কল্প-অন্তে**—কল্পান্তে প্রলয়ের সময়; **ইব**—সদৃশ; **ভীষণঃ**—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

তার পর ভীষণমূর্তি সমুদ্র যেন প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, প্রবল তরঙ্গ সহযোগে সারা বিশ্ব প্লাবিত করতে করতে ভীষণ গর্জন করতে লাগল।

শ্লোক ২৮

এবংবিধান্যনেকানি ত্রাসনান্যমনস্বিনাম্ ।
সসৃজুস্তিগ্মগতয় আসুর্যা মায়য়াসুরাঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্-বিধানি—এই প্রকার (ব্যাপার); **অনেকানি**—বহুবিধ; **ত্রাসনানি**—ভয়ঙ্কর; **অমনস্বিনাম্**—অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের; **সসৃজুঃ**—তারা সৃষ্টি করেছিল; **তিগ্ম-গতয়ঃ**—ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন; **আসুর্যা**—আসুরিক; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অসুরাঃ**—অসুরেরা।

অনুবাদ

আসুরিক যক্ষেরা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রূর, এবং তাদের আসুরিক মায়ার দ্বারা তারা অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সৃষ্টি করে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের ভয় দেখাতে পারে।

শ্লোক ২৯

ধ্রুবে প্রযুক্তামসুরৈস্তাং মায়ামতিদুস্তরাম্ ।
নিশম্য তস্য মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ ॥ ২৯ ॥

ধ্রুবে—ধ্রুবের বিরুদ্ধে; **প্রযুক্তাম্**—প্রযুক্ত; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **তাম্**—সেই; **মায়াম্**—মায়াবী শক্তি; **অতি-দুস্তরাম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **তস্য**—তাঁর; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **শম্**—কল্যাণ; **আশংসন্**—অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য; **সমাগতাঃ**—সমুপস্থিত হলেন।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ যখন শুনলেন যে, অসুরেরা ধ্রুবের প্রতি মায়াবী শক্তি প্রয়োগ করেছে, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে কল্যাণকর অনুপ্রেরণা দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩০

মুনয়ঃ ঊচুঃ

ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শার্ঙ্গধন্বা
দেবঃ ক্ষিণোত্ববনতার্তিহরো বিপক্ষান্ ।
যন্নামধেয়মভিধায় নিশম্য চাদ্ধা
লোকেঽঞ্জসা তরতি দুস্তরমঙ্গ মৃত্যুম্ ॥ ৩০ ॥

মুনয়ঃ ঊচুঃ—মুনিগণ বললেন; **ঔত্তানপাদ**—হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তব**—তোমার; **শার্ঙ্গ-ধন্বা**—যিনি শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণ করেন; **দেবঃ**—ভগবান; **ক্ষিণোতু**—সংহার করুন; **অবনত**—শরণাগতের; **আর্তি**—ক্লেশ; **হরঃ**—যিনি দূর করেন; **বিপক্ষান্**—শত্রুদের; **যৎ**—যাঁর; **নামধেয়ম্**—পবিত্র নাম; **অভিধায়**—উচ্চারণ করে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **চ**—ও; **অদ্ধা**—তৎক্ষণাৎ; **লোকঃ**—ব্যক্তিরা; **অঞ্জসা**—পূর্ণরূপে; **তরতি**—পরিত্রাণ পায়; **দুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

সমস্ত মুনিরা বললেন—হে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব! শার্ঙ্গধন্বা পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, তিনি তোমার শত্রুদের সংহার করুন। ভগবানের পবিত্র নাম ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন, তাই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং শ্রবণের দ্বারাই কেবল ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত পরিত্রাণ পায়।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন যক্ষদের মায়াবী ইন্দ্রজালের দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, তখন মহর্ষিরা তাঁর কাছে এসেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ঋষিরা ধ্রুব মহারাজকে উৎসাহ

দিতে এসেছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই, কেননা তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত। ভগবানের কৃপায় ভক্ত যদি মৃত্যুর সময় তাঁর পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই ভবসাগর পার হয়ে চিৎ-জগতে প্রবেশ করেন। তাঁকে আর জন্ম-মৃত্যুর সংসারচক্রে ফিরে আসতে হয় না। কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, মৃত্যুর সাগর পার হওয়া যায়। তাই ধ্রুব মহারাজ নিশ্চিতরূপে যক্ষদের মায়া অতিক্রম করতে সক্ষম ছিলেন, যা তাঁর মনকে সাময়িকভাবে বিচলিত করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের যুদ্ধ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।